বাংলা সাময়িক পত্রের উদ্ভব ও গুরু

উপস্থাপক

এ.টি.এম. সাহাদাতুল্লা

দিগদর্শন

দিগদর্শন প্রথম প্রকাশ ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে। সম্পাদক জন ক্লাব মার্শম্যান।

যুবকদের মানসিক উৎকর্ষ সাধনে পত্রিকাটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। সে সময়ের কৌতূহল উদ্দীপক প্রসঙ্গগুলি পত্রিকাতে ভিড় করে থাকতো। বাংলা সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে এর গুরুত্ব অনেক।

সমাচার দর্পণ

সমাচার দর্পণ ১৮১৮ সালের ২৩ মে প্রথম প্রকাশিত হয়। সম্পাদক মার্শম্যান। পত্রিকা প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ধর্মকে নিন্দা করে খ্রিস্টান ধর্মের প্রচার ঘটানো। সমাচার দর্পণের দ্বারা বাংলা ভাষা সাহিত্য এবং বাঙালি সমাজ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। দেশীয় সমাজের বিভিন্ন ঘটনা এই পত্রিকায় প্রকাশ করা হতো। নারী শিক্ষা, সতীদাহ নিবারনের চেষ্টা প্রভৃতি সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিচয় এই পত্রিকায় পাওয়া যায়।

সম্বাদ কৌমুদী

সম্মাদ কৌমুদী ১৮২১ সালের চৌঠা ডিসেম্বর রাজা রামমোহন রায় ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। সম্পাদক ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাচাঁদ দত্ত। এটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাচার দর্পণে প্রচারিত হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে কুৎসার প্রতিবাদ করা। হিন্দু বিরোধী অপপ্রচার রোধ করার কাজে এই পত্রিকা বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল।

সমাচার চন্দ্রিকা

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২২ সালে সমাচার চন্দ্রিকা পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব নেন। এটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। প্রধানত সংবাদ কৌমুদীর সতীদাহ নিবারণ চেষ্টার বিরোধিতা করবার জন্যই এই পত্রিকার উদ্ভব। রক্ষণশীল হিন্দু ধর্মের গোড়া হিন্দুত্ব মনোভাব প্রচার করার কাজে পত্রিকাটি বিশেষ দায়িত্ব পালন করেছিল সেই সময়।

সম্বাদ প্রভাকর

সম্বাদ প্রভাকর ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের আকাশে জানুয়ারি প্রথম প্রকাশ। সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত। প্রথম দিকে সাপ্তাহিক, পরে মাসিক ও দৈনিক প্রকাশিত হতে থাকে পত্রিকাটি। এই পত্রিকা প্রথম বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। এটি বাংলার প্রথম মাসিক পত্রিকা যাতে সাহিত্য রচনাকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হত। প্রচুর নবীন লেখক গোষ্ঠী এই পত্রিকায় আশ্রয় পেয়েছিলেন।

তত্ত্ববোধিনী

তত্ত্ববোধিনী ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপাত্র রূপে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্রিকাটি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। তারপর অক্ষয়কুমার দত্ত, নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। বাংলা গদ্যের সুসংগঠন এবং রূপায়ণ, সেই সঙ্গে শিক্ষিত মানুষের রুচির প্রসার এই সকল উদ্দেশ্যে পত্রিকাটির প্রকাশ। বিশুদ্ধ ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলেও সাময়িক পত্রের গতানুগতিক রীতি এই পত্রিকায় ভেঙে দেওয়া হয়। ধর্ম প্রচার ছাড়াও সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, জীবনী, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ এখানে প্রকাশিত হতো।

বিবিধার্থ সংগ্রহ

১৮৫১ সালের প্রথম প্রকাশ। ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটির অর্থানিকূল্যে এটি প্রকাশিত হতো। বাংলার প্রথম পেনি ম্যাগাজিন ও সচিত্র মাসিক পত্রিকা। প্রথম সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্র। পত্রিকা প্রকাশের জন্য মাসিক ৮০ টাকা সাহায্য পেতেন। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬ দাম। ছিল প্রতি সংখ্যা দু আনা। বার্ষিক দেড় টাকা।

মধুসূদন দত্তের তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, রামনারায়ণ দরকারত্নের কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকের সমালোচনা এখানে প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীতে কালীপ্রসন্ন সিংহ এর সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

বঙ্গদর্শন

১২৭৯ সালে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ১২৮২ সালের চৈত্র সংখ্যা পর্যন্ত তিনি এই পত্রিকার সম্পাদন করেন। উদ্দেশ্য ছিল সুশিক্ষিত বাঙ্গালী পাঠকদের মাধ্যমে অশিক্ষিত বাঙ্গালীদেরকে শিক্ষিত করা ও তাদের সার্বিক বিকাশ ঘটানো।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, চন্দ্রশেখর, যুগলাঙ্গুরীয়, লোকরহস্য, বিজ্ঞানরহস্য, কমলাকান্তের দপ্তর, সাম্য, প্রভৃতি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল।

বঙ্গদর্শনকে কেন্দ্র করে শক্তিশালী লেখক গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে ছিলেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র প্রমূখ।

ভারতী

১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে পত্রিকার প্রথম প্রকাশ। প্রথম সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূলত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উৎসাহে এই পত্রিকার আবির্ভাব।

রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা গান গল্প উপন্যাস নাটক প্রবন্ধ ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। যেমন- কবিকাহিনী, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, জুতা আবিষ্কার ইত্যাদি।

ভারতী পত্রিকার উল্লেখযোগ্য লেখকরা হলেন অক্ষয়কুমার বড়াল, যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়।

ভারতী পত্রিকায় মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, প্রিয়ম্বদা দেবী প্রমূখ।।

সাধনা

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ সহোদর দ্বিজেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাধনা পত্রিকার সম্পাদক মাসিক পত্রিকা হিসেবে ১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে এর প্রথম প্রকাশ।

সাধনা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের বহু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। মূলত এই পত্রিকার কান্ডারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। চিত্রাঙ্গদা, গোড়ায় গলদ এখানে প্রকাশিত হয়েছে।

সাধনার শক্তিশালী লেখক গোষ্ঠী হল দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রমূখ।

সাধনা পত্রিকার আয়ুষ্কাল অল্প, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে এর স্থায়ী একটি মূল্য ও প্রভাব আছে।

প্রবাসী

এলাহাবাদ প্রবাসী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। সম্পাদক ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে পত্রিকাটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করে। উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সাধনা এই পত্রিকার মূল লক্ষ্য ছিল। উচ্চাঙ্গের সাহিত্য প্রকাশের পাশাপাশি শিল্পকলা, রাজনৈতিক আন্দোলন, সামাজিক আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়কেন্দ্রিক লেখা প্রবাসীতে প্রকাশিত হত। শুধু তাই নয় বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবি প্রবাসী পত্রিকায় ছেপে প্রকাশ করা হত। সমকালীন বাঙালি সাংস্কৃতির বিকাশে এই পত্রিকার গুরুত্ব অস্বীকার করার নয়।

সবুজ পত্র

সবুজপত্র ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রমথ চৌধুরী সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্যসেবা করা। সাহিত্য রচনার মহৎ আদর্শ সৃষ্টি করা ছিল বিশেষ উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ সহ সমকালীন আরও বহু বাঙালি সাহিত্যিক ও পন্ডিতের লেখা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত (কাব্য জিজ্ঞাসা)প্রমুখের বিখ্যাত কিছু লেখা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

ধন্যবাদ